দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বুয়েটে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা, আহত ১৩

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছে। টেন্ডারবাজি নিয়ে এ সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে বুয়েটের আহসান উল্লাহ হল ও তিতুমীর হলে এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তিন দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় ক্যাম্পাসে এবং হাসপাতালে ভাংচুর করা হয়। এ ঘটনায় গতকাল বুধবার ছাত্রলীগের বুয়েট শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

ছাত্রলীগের একাধিক নেতা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সভাপতি মিত বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৪

বুয়েটে ছাত্রলীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তন্ময় আহমেদের গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব চলছিল। সম্প্রতি বুয়েটের ক্যাফেটেরিয়াসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয় এবং একাধিকবার সংঘর্ষও বাধে। এরই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গ্রুপের নেতা-কর্মীরা আহসান উল্লাহ হলে এক ছাত্রকে উঠাতে যায়। এতে বাধা দেয় সভাপতি মিত গ্রুপের নেতা-কর্মীরা। এতে উভয় পক্ষে উত্তেজনা তৈরি হয়। একপর্যায়ে সভাপতি গ্রুপ সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের উপর রড, চাপাতিসহ নানা ধরনের দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় অন্তত পাঁচ জন আহত হয়। এদের মধ্যে সপ্তম ব্যাচের ইমরান এবং মামুন গুরুতর আহত হন।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য হলগুলোতে ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১২টার দিকে তিতুমীর হলের ৪৫১ নম্বর কক্ষে ছাত্র উঠানোকে কেন্দ্র করে আবারো সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে নবম ব্যাচের শোভন এবং সুমনসহ অন্তত চারজন আহত হন।

দুই দফা সংঘর্ষে আহতদের প্রায় সবাই সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মী। সংঘর্ষের পরই আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে বুয়েটের ডিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সাথে আহতদের দেখতে যান মিত বিশ্বাস ও তার অনুসারীরা। সেখানে ডিসির হাসপাতাল ত্যাগের পর রাত আড়াইটার দিকে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা সভাপতি গ্রুপের উপর হামলা করে। এতে সভাপতি মিত, রানাসহ অন্তত চারজন আহত হন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভাংচুর করেন। এ সময় দায়িত্বরত চিকিৎসক এবং রোগীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আহতদের মধ্যে ইমরান, মামুন, সুমন এবং শোভন ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসাশেষে হলে ফিরে গেছেন।

বুয়েট ছাত্রলীগের একাধিক নেতা জানান, আহতদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতা-কর্মী। চলতি মাসের ২০ তারিখের দিকে বুয়েটে একটি টাওয়ার ভবন নির্মাণ নিয়ে ৩০ কোটি টাকার টেন্ডার জমা দেয়ার কথা রয়েছে। এ টেন্ডার নিজেরা অথবা পছন্দের ঠিকাদারকে পাইয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে মিত এবং তন্ময়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ লক্ষ্যে গত কয়েক দিন ধরে ক্যাম্পাসে উভয় পক্ষই শোডাউন করে। কক্ষে ছাত্র উঠানো মূলত তাদের আধিপত্য বিস্তারেরই অংশ। এ থেকেই দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আদম জানান, ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সংগঠনের বুয়েট শাখাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে অধিকতর ব্যবস্থা নিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া শাখাটিকে ঢেলে সাজাতে কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দীন মাহী, হাসানুজ্জামান তারেক এবং আব্দুর রহমান জীবনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, কমিটি বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুয়েটের ডিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। টেন্ডারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মনে হয় না'।